দৈনিক সংবাদ

OCT 1 8 1999

পৃঃ ৭ কলাম ২

250

প্রস্তাবিত কেশবপুর মধু শিক্ষা নিকেতন মাধ্যমিক বিদ্যালয়

প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ

কেশবপুর (যশোর) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কেশবপুর মধু শিক্ষা নিকেতন প্রস্তাবিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অবৈধ নিয়োগ, দুর্নীতি, জালিয়াতি, অর্থ আত্মসাৎসহ নানাবিধ দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

থানা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও শিক্ষামন্ত্রী বরাবর প্রেরিত অভিযোগ থেকে জানা গেছে, বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি গঠনে সরকারি নিয়মনীতি উপেক্ষা করে গোপনে তার পছন্দসই লোকদের নিয়ে ৪ জন অভিভাবক সদস্য নির্বাচনের একটি প্রহসন করেছেন। যা কোন অভিভাবক তো দূরের কথা, নির্বাচনের আগের দিন পর্যন্ত কোন শিক্ষক/শিক্ষিকাও জানতে পারেননি। বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকারাই বিষয়টি থানা নির্বাহী কর্মকর্তাকে জানিয়েছেন লিখিতভাবে।

প্রস্তাবিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য চারজন শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার পর তাদের কোন বেতনভাতা না দিয়ে একদিন জানিয়ে দেন, তাদের চাকরি নেই। অথচ ঐসব শিক্ষকের কাছ থেকে বেতনের সরকারি অংশ অনুমোদনের জন্য তিনি বিভিন্ন সময়ে এক লাখ পাঁচ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন, যার কোন হদিস নেই। সম্প্রতি তিনি দু'জন শিক্ষকের নিয়োগ দিয়েছেন তার মনগড়া কমিটির মাধ্যমে। সেখানেও সরকারি নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে টাকার বিনিময়ে তিনি একজন শরীরচর্চা ও একজন কৃষি শিক্ষককে নিয়োগ দিয়েছেন।

এছাড়া প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ের অর্থ আত্মসাৎ, শিক্ষক-শিক্ষিকার সাথে দুর্ব্যবহার করাসহ নানাবিধ দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে।

এসব বিষয়ে প্রধান শিক্ষক মকবুল হোসেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, সব অভিযোগ মিথ্যা। শিক্ষকদের একটি অংশ তার বিরোধিতা করার জন্যই তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন মনগড়া অভিযোগ বিভিন্ন দপ্তরে পাঠিয়েছে বলে তিনি স্বীকার করেন।

এদিকে সাধারণ শিক্ষক ও কয়েকজন অভিভাবক জানান, প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে উত্থাপিত দুর্নীতির তদন্ত হলেও তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয়ায় তিনি বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন।